দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN..1 4 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১.....

৪২

প্রাথমিক শিক্ষক
সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী ও প্রাসঙ্গিক কথা

খবরটি কোন কোন কাগজে ছাপা হয়েছে। কোন কোন কাগজে আদৌ হয়নি। টেলিভিশনে সচিত্র খবর ছিল। কিন্তু মূল কথা কেউ জানতে পারেনি।

খবরটি বেশ কয়েক সপ্তাহ আগের। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি শিক্ষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। শিক্ষকরা হৈ চৈ করেছেন, প্রতিবাদে হাত নেড়েছেন। প্রধানমন্ত্রী চলে যাবার পর ভাংচুর হয়েছে মঞ্চে। টেলিভিশনে সে ছবি আসেনি। মাত্র দুয়েকটি পত্রিকায় সচিত্র খবর এসেছে।

কিন্তু কেন এমন ঘটল? কারা এ সমাবেশের নেতৃত্বে ছিল? কেনই বা প্রধানমন্ত্রীকে সেখানে আনা হলো? আর কাদের কথায় তিনি এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন– সে প্রতিশ্রুতি শিক্ষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না। সে ইতিহাস দীর্ঘ।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দীর্ঘদিন থেকে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে একটি ব্যবসা চলছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হয়। শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারীতে পরিণত হন। গ্রাম-বাংলায় তাঁদের চাকরি হয় সবচেয়ে লোভনীয়। এই সুযোগে একশ্রেণীর নেতা তাঁদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে লক্ষাধিক শিক্ষকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে বহাল তবিয়তে সংগঠনের নেতৃত্ব করতে থাকেন।

নির্মল সেন

পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় ১৯৭৫-এর ক্ষমতার পরিবর্তনের পর। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের দেশের রাজনীতিকদের একটি নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরাই ক্ষমতায় আসেন তাঁরাই সবকিছু দখল করতে চান এবং সেই থেকে শুরু হয় ক্ষমতাসীনদের বিভিন্ন সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন দখলের ইতিহাস। এই সুবাদে ১৯৭৫-এর পরের প্রতিটি সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের সমিতি ভাঙ্গার চেষ্টা করেছে। প্রতিটি ক্ষমতাসীন দল চেষ্টা করেছে নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার। প্রতিটি সরকার তাদের সংগঠনের নামে রাজধানী ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষকদের সমাবেশ করার চেষ্টা করেছে। অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সকল প্রতিশ্রুতি পালন না হলেও প্রাথমিক শিক্ষকরা অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন।

ইতোমধ্যে ঘটে গেছে আরেকটি ঘটনা। এক সময় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী ছিল। পরবর্তীকালে অসংখ্য বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিয়ে কোন সুষ্ঠু নীতি কোনদিন প্রণীত হয়নি। অসংখ্য বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। কিন্তু সরকার তাদের রাষ্ট্রায়ত্ত করেনি। এর মধ্যে আবার বিভিন্ন ভাগ আছে। রেজিস্ট্রার্ড অনেক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকার অনুদান হিসাবে কিছু আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। বাদ বাকি অসংখ্য রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কোন সাহায্য দেয়া হচ্ছে না। এ ছাড়া আছে হাজার হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। যে বিদ্যালয়গুলো আদৌ রেজিস্টার্ড নয়। কোন সরকারই এ ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। কখনও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি দিয়েছে। আবার কখনও দেয়নি। দীর্ঘদিন যাবত রেজিস্ট্রেশন বন্ধ আছে। অর্থাৎ সর্বত্র একটা গোলমেলে পরিস্থিতি।

পরিস্থিতি হচ্ছে নিম্নরূপ (১) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়--সে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারীদের মতো সকল সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। (২) রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-- যাদের একটি অংশের শিক্ষকরা সরকার থেকে কিছু অনুদান পাচ্ছেন। বাকি অংশ কিছু পাচ্ছে না। (৩) হাজার হাজার রেজিস্ট্রিবিহীন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়--যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারের কাছ থেকে কিছু পাচ্ছেন না এবং পাবারও সম্ভাবনা নেই।

এ পরিস্থিতিতে ঢাকায় সমাবেশ হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষকদের। এখানে এসেছিলেন রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সেই অংশটি যাঁদের কিছু অনুদান দেয়া হচ্ছে। তাঁদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমাবেশের নামে ঢাকায় ডেকে আনা হয়েছে। বার বার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে– তাঁদের বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের মতো সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

এ প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁরা ঢাকা এসেছিলেন। তবে তাঁদের প্রধান দাবি ছিল যে, বিদ্যালয়গুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে এবং অন্য বাদবাকি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে আপাতত অনুদান এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। আমি যতদূর জানি এ ধরনের আশ্বাস দিয়ে একশ্রেণীর নেতা তাঁদের ঢাকা এনেছিলেন। বলা হয়েছিল আর কিছু দেয়া না হলেও প্রধানমন্ত্রী তাঁদের বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের মতোই সকল সুযোগ-সুবিধা দেবার ঘোষণা দেবেন।

কিন্তু সে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী দেননি। বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা কিছু অনুদান পাচ্ছেন তাঁদের শতকরা দশ ভাগ অনুদান বৃদ্ধির কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা প্রাথমিক শিক্ষকদের দেবার কথা আদৌ উচ্চারিত হয়নি। অন্যান্য বেসরকারী শিক্ষক সম্পর্কে কোন কথা বলেননি প্রধানমন্ত্রী। কোন আভাস দেননি সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্পর্কে। তিনি বন্যার জন্য সরকারের অসুবিধা-অক্ষমতার কথাই তুলে ধরেছেন। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর কাছাকাছি লোকগুলো নিশ্চয় জানতেন না যে, যাঁরা এই শিক্ষকদের ঢাকায় নিয়ে এসেছেন তাঁরা ভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঢাকায় নিয়ে এসেছেন। তাই ঐ সমাবেশে যদি কিছু ঘটে থাকে সেজন্য দায়ী প্রাথমিক শিক্ষকদের একশ্রেণীর স্বঘোষিত নেতা। যাঁদের মূলত কোন সামগ্রিক নেতৃত্ব নেই। যাঁরা কোন একটি বিশেষ অংশের নেতৃত্ব করে নেতা হিসাবে নিজেকে জাহির করছেন।

কিন্তু সমস্যার শেষ এখানে নয়। ইতোমধ্যে অনেক জল গড়িয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে। এনজিওরা নেমেছে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো গ্রাম-গ্রামান্তরে। বিদেশী অনুদানে সরকারী তত্ত্বাবধায়নে স্থাপিত হচ্ছে কমিউনিটি বিদ্যালয় ও স্যাটেলাইট বিদ্যালয়। গ্রামের মাতবরেরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এই বিদ্যালয়গুলো নাকি একদিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে এবং এ কথা বলে ৫০০ টাকা মাইনের চাকরি দেয়ার জন্য বিশ হাজার টাকা নিচ্ছেন তাঁরা। এরপরেও অধিকাংশ সময় এই বিদ্যালয়গুলোর দুয়ার বন্ধ থাকে। অর্থাৎ আমার সুস্পষ্ট ধারণা যে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে কোন সমন্বয় নেই। রাজধানী ঢাকা ও জেলা শহরে বছর বছর অসংখ্য সেমিনার হয়। কিন্তু তাতে কোন সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারিত হয়নি প্রাথমিক শিক্ষক বা প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে। তেমনি কিছু হলে নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে সেদিন এমন প্রতিবাদ হতো না শিক্ষক সমাবেশে।

তাই আমাদের আবেদন--দয়া করে প্রাথমিক শিক্ষা, বিদ্যালয় এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রশ্নটি সামগ্রিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন। প্রাথমিক শিক্ষা আদৌ রাষ্ট্রীয়করণ করা হবে কিনা সিদ্ধান্ত নিন। এ সিদ্ধান্ত নিতে পারলেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব এবং সে আলোকেই নির্ণীত হবে নতুন বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন করা হবে কি না। অথবা রেজিস্ট্রার্ড বা রেজিস্ট্রার্ড নয় এমন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক-কর্মচারী সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ প্রশ্নটি ঝুলিয়ে রাখার ফলে হাজার হাজার বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন। নিঃসন্দেহে বিঘ্নিত হচ্ছে গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রাথমিক শিক্ষা।

আর সর্বশেষ খবর হচ্ছে, সরকার যে অর্থ বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য এ পর্যন্ত বরাদ্দ করেছে তাও কিন্তু সময়মতো এবং সঠিকভাবে শিক্ষকদের হাতে পৌঁছে না।